যুগান্তর

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ... APR 30 200

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ড বন্ধে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে : প্রধানমন্ত্রী

বাসস : প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বলেছেন, আওয়ামী লীগ শাসনামলের মতো ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সে জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস ও হত্যাকাণ্ড রোধে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। তবে এ ব্যাপারে তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন। ২০০০ সালের ২ মার্চ সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া সরকারি কলেজে এসএসসি পরীক্ষা চলাকালে নিহত একজন এসএসসি পরীক্ষার্থিনী, একজন শিক্ষিকা এবং দু'জন কলেজ ছাত্রের শোকাহত পরিবারের সদস্যরা গতকাল প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ন্যায়বিচার দাবি করলে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারকে তাদের জরুরি চাহিদা পূরণে সহায়তার জন্য

পদক্ষেপ : পৃষ্ঠা : ২ কলাম : ৭

পদক্ষেপ : নেয়া হচ্ছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এক লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করেন। তিনি নিহতদের পরিবারের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন সদস্যদের চাকরি প্রদানেরও আশ্বাস দেন।

শোকাহত সদস্যরা এ দুঃখজনক ঘটনা বর্ণনাকালে বেগম জিয়া দৃশ্যত ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। ঘটনার দিন আওয়ামী লীগের সমর্থক উচ্ছৃংখল তরুণদের সন্ত্রাসী তৎপরতার ফলে ওই ৪ জন নিহত হন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারীদের মধ্যে ছিলেন এসএসসি পরীক্ষার্থিনী শামসুন্নাহার লিপির পিতা আনোয়ারুল ইসলাম, শিক্ষিকা ফজিলাতুন্নেসার পিতা মোহর আলী, কলেজ ছাত্র হাবিবুর রহমানের মাতা মোসাম্মাৎ আছিয়া খাতুন এবং কলেজ ছাত্র আল-মামুনের মাতা আছিয়া খাতুন। তারা প্রধানমন্ত্রীকে জানান, নিহতদের অধিকাংশ তৎকালীন ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক হলেও শীর্ষ পর্যায়ের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের চাপের কারণে এ ব্যাপারে কোন মামলা করা যায়নি। তারা বলেন, তাদের বিচারের দাবি শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ সরকার আমলে নেয়নি। তারা আরও জানান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময় এই দুঃখজনক ঘটনার মামলা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু মামলার কাজ ব্যাহত করার জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তাদের ওপর হুমকি ও চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। আর কখনো যাতে কোন পরীক্ষার্থী এ ধরনের ঘটনার শিকার না হন সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য তারা প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন।

শোকাহত পরিবারগুলোকে সান্ত্বনা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটিয়েছিল, কলারোয়ার ঘটনা তারই উদাহরণ। তিনি সন্ত্রাস প্রতিরোধ এবং সবার জন্য শিক্ষাকে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকারের গৃহীত কয়েকটি পদক্ষেপের কথা উল্লেখ করেন।

শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী ও মোসাদ্দেক আলী, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন, শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টু, কলারোয়া থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য হাবিবুল ইসলাম হাবিব, শিক্ষা সচিব শহীদুল আলম, যশোর শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান এবিএম এ সাত্তার এবং স্থানীয় বিএনপি নেতা আলতাফ হোসেন ও রফিকুল ইসলাম এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহছানুল হক মিলন কলারোয়া ট্রাজেডির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন।